وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا ﴿١٩﴾ لِّتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلًا
فِجَاجًا ﴿٢٠﴾ قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِيْ وَاتَّبَعُوْا مَنْ لَّمْ
يَزِدْهُ مَالُهٗ وَوَلَدُهٗۤ اِلَّا خَسَارًا ﴿٢١﴾ وَمَكَرُوْا مَكْرًا كُبَّارًا ﴿٢٢﴾ وَ
قَالُوْا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا ۙ وَّ
لَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾ وَقَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا ۚ وَلَا
تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا ﴿٢٤﴾ مِمَّا خَطِيْٓـٰٔتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا
نَارًا ۙ فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَارًا ﴿٢٥﴾ وَ
قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾
اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْۤا اِلَّا فَاجِرًا
كَفَّارًا ﴿٢٧﴾ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ
مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ
اِلَّا تَبَارًا ﴿٢٨﴾

سورة الجن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْۤا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ﴿١﴾

(১৯) আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের জন্যে ভূমিকে করেছেন বিছানা (২০) যাতে তোমরা চলাফেরা কর প্রশস্ত পথে। (২১) নূহ্ বলল : হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় আমাকে অমান্য করেছে আর অনুসরণ করছে এমন লোককে, যার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কেবল তার ক্ষতিই বৃদ্ধি করছে। (২২) আর তারা ভয়ানক চক্রান্ত করছে। (২৩) তারা বলছে : তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ করো না ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসরকে। (২৪) অথচ তারা অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। অতএব, আপনি জালেমদের পথভ্রষ্টতাই বাড়িয়ে দিন। (২৫) তাদের গোনাহসমূহের দরুন তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছে, অতঃপর দাখিল করা হয়েছে জাহান্নামে। অতঃপর তারা আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত কাউকে সাহায্যকারী পায়নি। (২৬) নূহ্ আরও বলল : হে আমার পালনকর্তা, আপনি পৃথিবীতে কোন কাফের গৃহবাসীকে রেহাই দিবেন না। (২৭) যদি আপনি তাদেরকে রেহাই দেন, তবে তারা আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল পাপাচারী, কাফের। (২৮) হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যারা মুমিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে—তাদেরকে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে ক্ষমা করুন এবং জালেমদের কেবল ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন।

সূরা আল-জিন

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত ২৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্র নামে শুরু

(১) বলুন : আমার প্রতি ওহী নাযিল করা হয়েছে যে, জিনদের একটি দল কোরআন শ্রবণ করেছে, অতঃপর তারা বলেছে : আমরা বিস্ময়কর কোরআন শ্রবণ করেছি;

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গিয়ে নূহ্ (আঃ) আরও বললেনঃ وَمَكَرُوْا مَكْرًا كُبَّارًا —অর্থাৎ, তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছে। তারা নিজেরাতো উৎপীড়ন করতই, উপরন্তু জনপদের গুণ্ডা ও দুষ্ট লোকদেরকেও নূহ্ (আঃ)-এর পিছনে লেলিয়ে দিত। তারা পরস্পরে এই চুক্তিতেও উপনীত হয়েছিল যে, وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا وَّلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا –অর্থাৎ, আমরা আমাদের দেব-দেবী বিশেষতঃ এই পাঁচ জনের উপাসনা পরিত্যাগ করব না। আয়াতে উল্লেখিত শব্দগুলো পাঁচটি প্রতিমার নাম।

ইমাম বগভী বর্ণনা করেন, এই পাঁচ জন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাআলার নেক ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দা ছিলেন। তাদের সময়কাল ছিল হযরত আদম ও নূহ্ (আঃ)-এর আমলের মাঝামাঝি। তাঁদেরও নেক ভক্ত ও অনুসারী ছিল। তাঁদের ওফাতের পর ভক্তরা সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আল্লাহ্ তাআলার এবাদত ও বিধি-বিধানের প্রতি আনুগত্য অব্যাহত রাখে। কিছুদিন পর শয়তান তাদেরকে এই বলে প্ররোচিত করল : তোমরা যেসব মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করে উপাসনা কর, যদি তাদের মূর্তি তৈরী করে সামনে রেখে লও, তবে তোমাদের উপাসনা পূর্ণতা লাভ করবে এবং বিনয় ও একাগ্রতা অর্জিত হবে। তারা শয়তানের ধোঁকা বোঝতে না পেরে মহাপুরুষদের প্রতিকৃতি তৈরী করে উপাসনালয়ে স্থাপন করল এবং তাদের স্মৃতি জাগরিত করে এবাদতে বিশেষ পুলক অনুভব করতে লাগল। এমতাবস্থায়ই তাদের সবাই একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেল এবং সম্পূর্ণ নতুন এক বংশধর তাদের স্থলাভিষিক্ত হল। এবার শয়তান এসে তাদেরকে বোঝাল : তোমাদের পূর্বপুরুষদের খোদা ও উপাস্য মূর্তিই ছিল। তারা এই মূর্তিগুলোরই উপাসনা করত। এখান থেকে প্রতিমাপূজার সূচনা হয়ে গেল। উপরোক্ত পাঁচটি মূর্তির মাহাত্ম্য তাদের অন্তরে সর্বাধিক প্রতিষ্ঠিত ছিল বিধায় পারস্পরিক চুক্তিতে তাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا —অর্থাৎ, এই জালেমদের পথভ্রষ্টতা আরও বাড়িয়ে দিন। এখানে প্রশ্ন হয় যে, জাতিকে সৎপথ প্রদর্শন করা পয়গম্বরগণের কর্তব্য। নূহ্ (আঃ) তাদের পথভ্রষ্টতার দোয়া করলেন কিভাবে? জওয়াব এই যে, প্রকৃতপক্ষে নূহ্ (আঃ)-কে আল্লাহ্ তাআলা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, এখন তাদের মধ্যে কেউ মুসলমান হবে না। সেমতে পথভ্রষ্টতা ও কুফরের উপর তাদের মৃত্যুবরণ নিশ্চিত ছিল। নূহ্ (আঃ) তাদের পথভ্রষ্টতা বাড়িয়ে দেয়ার দোয়া করলেন, যাতে সত্বরই তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

مِمَّا خَطِيْٓـٰٔتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا —অর্থাৎ, তারা তাদের গোনাহ অর্থাৎ, কুফর ও শিরকের কারণে পানিতে নিমজ্জিত হয়েছে এবং অগ্নিতে প্রবিষ্ট হয়েছে। পানিতে ডুবা ও অগ্নিতে প্রবেশ করা বাহ্যতঃ পরস্পর বিরোধী আযাব হলেও আল্লাহ্ তাআলার কুদরতের পক্ষে অবাস্তব নয়। বলাবাহুল্য, এখানে জাহান্নামের অগ্নি বোঝানো হয়নি। কেননা, তাতে কেয়ামতের হিসাব-নিকাশের পর প্রবেশ করবে ; বরং এটা বরযখী অগ্নি। কোরআন পাক এই বরযখী অগ্নিতে প্রবেশ করার খবর দিয়েছে।

সূরা নূহ্ সমাপ্ত

সূরা আল-জিন

نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ – نَفَرٌ শব্দটি তিন থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা জ্ঞাপন করে। বর্ণিত আছে যে, আয়াতে আলোচিত জিনদের সংখ্যা নয় ছিল। তারা ছিল নছীবাইনের অধিবাসী।

জিনদের স্বরূপ ঃ জিন আল্লাহ্ তাআলার এক প্রকার শরীরী, আত্মাধারী ও মানুষের ন্যায় জ্ঞান এবং চেতনাশীল সৃষ্টজীব। তারা মানুষের দৃষ্টিগোচর নয়। এ কারণেই তাদেরকে জিন বলা হয়। জিন এর শাব্দিক অর্থ গুপ্ত। মানবসৃষ্টির প্রধান উপকরণ যেমন মৃত্তিকা, তেমনি জিন সৃষ্টির প্রধান উপকরণ অগ্নি। এই জাতির মধ্যেও মানুষের ন্যায় নর ও নারী আছে এবং সন্তান প্রজননের ধারা বিদ্যমান আছে। কোরআন পাকে যাদেরকে শয়তান বলা হয়েছে, বাহ্যতঃ তারাও জিনদের দুষ্ট শ্রেণীর নাম। জিন ও ফেরেশতাদের অস্তিত্ব কোরআন ও সুন্নাহর অকাট্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। এটা অস্বীকার করা কুফর।—(মাযহারী)

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ –থেকে জানা গেল যে, এখানে বর্ণিত ঘটনায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জিনদেরকে স্বচক্ষে দেখেননি। আল্লাহ্ তাআলা ওহীর মাধ্যমে তাঁকে অবহিত করেছেন।

সূরা জিন অবতরণের ঘটনা ঃ সহীহ্ বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী ইত্যাদি কিতাবে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, এই ঘটনায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জিনদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে কোরআন শোনাননি এবং তিনি তাদেরকে দর্শনও করেননি। এই ঘটনা তখনকার, যখন শয়তানদেরকে আকাশের খবর শোনা থেকে উল্কাপিণ্ডের মাধ্যমে প্রতিহত করা হয়েছিল। এ সময়ে জিনরা পরস্পরে পরামর্শ করল যে, আকাশের খবরাদি শোনার ব্যাপারে বাধাদানের এই ব্যাপারটি কোন আকস্মিক ঘটনা মনে হয় না। পৃথিবীতে অবশ্যই কোন নতুন ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে। অতঃপর তারা স্থির করল যে, পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমে ও আনাচে-কানাচে জিনদের প্রতিনিধিদল প্রেরণ করতে হবে। যথাযথ খোঁজাখুঁজি করে এই নতুন ব্যাপারটি কি, তা জেনে আসবে। হেজাযে প্রেরিত তাদের প্রতিনিধিদল যখন 'নাখাল' নামক স্থানে উপস্থিত হল, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে ফজরের নামায পড়ছিলেন।

জিনদের এই প্রতিনিধিদল নামাযে কোরআন পাঠ শুনে পরস্পরে শপথ করে বলতে লাগল ঃ এই কালামই আমাদের ও আকাশের খবরাদির মধ্যে অন্তরায় হয়েছে। তারা সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে স্বজাতির কাছে ঘটনা বিবৃত করল এবং বলল ঃ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا আল্লাহ্ তাআলা এসব আয়াতে সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে তাঁর রসূলকে অবহিত করেছেন।

হযরত আবু তালেবের ইন্তেকালের পর আল্লাহ্র রসূল তায়েফবাসীদের নিকট দ্বীন প্রচারের উদ্দেশে গিয়েছিলেন। কিন্তু ওরা তাঁর কথা শোনার পরিবর্তে তাঁকে নির্মমভাবে অত্যাচার করেছিল ফলে নিরাশ হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মক্কাভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন। ফেরার পথে তিনি 'নাখলা' নামক স্থানে অবস্থান করে শেষরাত্রে তাহাজ্জুদের নামায শুরু করেন। ইয়ামনের নছীবাইন শহরের জিনদের এক প্রতিনিধি দলও তখন সেখানে অবস্থানরত ছিল। তারা কোরআন পাঠ শুনল এবং শুনে বিশ্বাসস্থাপন করল। অতঃপর তারা স্বজাতির কাছে ফিরে গিয়ে ঘটনা বর্ণনা করল। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলা তারই আলোচনা করেছেন।—(মাযহারী)

জনৈক সাহাবী ও জিনের ঘটনা ঃ ইবনে জওযী (রহঃ) "আছ-ছফওয়া" গ্রন্থে হযরত সহল ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এক জায়গায় জনৈক বৃদ্ধ জিনকে বায়তুল্লাহ্র দিকে মুখ করে নামায পড়তে দেখেন। সে পশমের জোব্বা পরিহিত ছিল। হযরত সহল (রাঃ) বলেন ঃ নামায সমাপনান্তে আমি তাকে সালাম করলে সে জওয়াব দিল ও বলল ঃ তুমি এই জোব্বার চাকচিক্য দেখে বিস্মিত হচ্ছ? জোব্বাটি সাতশ' বছর ধরে আমার গায়ে আছে। এই জোব্বা পরিধান করেই আমি ঈসা (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করেছি। অতঃপর এই জোব্বা গায়েই আমি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দর্শন লাভ করেছি। যেসব জিন সম্পর্কে 'সূরা জিন' অবতীর্ণ হয়েছে, আমি তাদেরই একজন।—(মাযহারী)

হাদীসে বর্ণিত লায়লাতুল-জিনের ঘটনায় আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে রসূলল্লাহ্ (সাঃ)-এর ইচ্ছাকৃতভাবে জিনদের কাছে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশে মক্কার অদূরে জঙ্গলে যাওয়া এবং কোরআন শোনানো উল্লেখিত আছে। এটা বাহ্যতঃ সূরায় বর্ণিত কাহিনীর পরবর্তী ঘটনা। আল্লামা খাফফাযী বর্ণনা করেন, নির্ভরযোগ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, জিনদের প্রতিনিধিদল রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে একবার দু'বার নয়—ছয় বার আগমন করেছিল। অতএব, সূরার বর্ণনা ও হাদীসের বর্ণনার মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই।

يَهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ۭ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ۝٢
وَّاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ۝٣ وَّ
اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ۝٤ وَّاَنَّا ظَنَنَّآ
اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۝٥ وَّاَنَّهٗ كَانَ
رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ
رَهَقًا ۝٦ وَّاَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ۝٧
وَّاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاۗءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا
وَّشُهُبًا ۝٨ وَّاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۭ فَمَنْ
يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ۝٩ وَّاَنَّا لَا نَدْرِيْٓ
اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِي الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ
رَشَدًا ۝١٠ وَّاَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ ۭ كُنَّا
طَرَاۗىِٕقَ قِدَدًا ۝١١ وَّاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِي الْاَرْضِ
وَلَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا ۝١٢ وَّاَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰٓى اٰمَنَّا بِهٖ ۭ
فَمَنْ يُّؤْمِنْ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا ۝١٣ وَّاَنَّا مِنَّا
الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقٰسِطُوْنَ ۭ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰۗىِٕكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ۝١٤

(২) যা সংপথ প্রদর্শন করে। ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনও আমাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করব না (৩) এবং আরও বিশ্বাস করি যে, আমাদের পালনকর্তার মহান মর্যাদা সবার উর্ধ্বে। তিনি কোন পত্নী গ্রহণ করেননি এবং তাঁর কোন সন্তান নেই। (৪) আমাদের মধ্যে নির্বোধেরা আল্লাহ্ তাআলা সম্পর্কে বাড়াবাড়ির কথাবার্তা বলত। (৫) অথচ আমরা মনে করতাম, মানুষ ও জিন কখনও আল্লাহ্ তাআলা সম্পর্কে মিথ্যা বলতে পারে না। (৬) অনেক মানুষ অনেক জিনের আশ্রয় নিত, ফলে তারা জিনদের আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে দিত। (৭) তারা ধারণা করত, যেমন তোমরা মানবেরা ধারণা কর যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তাআলা কখনও কাউকে পুনরুত্থিত করবেন না। (৮) আমরা আকাশ পর্যবেক্ষণ করছি, অতঃপর দেখতে পেয়েছি যে, কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ। (৯) আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শ্রবণার্থে বসতাম। এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডকে ওঁৎ পেতে থাকতে দেখে। (১০) আমরা জানি না পৃথিবীবাসীদের অমঙ্গল সাধন করা অভীষ্ট, না তাদের পালনকর্তা তাদের মঙ্গল সাধন করার ইচ্ছা রাখেন। (১১) আমাদের কেউ কেউ সৎকর্মপরায়ণ এবং কেউ কেউ এরূপ নয়। আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথে বিভক্ত। (১২) আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্ তাআলাকে পরাস্ত করতে পারব না এবং পলায়ন করেও তাঁকে অপারক করতে পারব না। (১৩) আমরা যখন সুপথের নির্দেশ শুনলাম, তখন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলাম। অতএব, যে তার পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস করে, সে লোকসান ও জোর-জবরের আশংকা করে না। (১৪) আমাদের কিছুসংখ্যক আজ্ঞাবহ এবং কিছুসংখ্যক অন্যায়কারী। যারা আজ্ঞাবহ হয়, তারা সংপথ বেছে নিয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَّاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا — جَدٌّ শব্দের অর্থ শান, অবস্থা। আল্লাহ্ তাআলার জন্যে বলা হয় تَعٰلٰى جَدُّهٗ —অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার শান উর্ধ্বে। এখানে সর্বনামের পরিবর্তে رب শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র। এতে শান উর্ধ্বে হওয়ার প্রমাণও এসে গেছে। কেননা, যিনি সৃষ্টির পালনকর্তা, তাঁর শানে যে উর্ধ্বে, তা বলাই বাহুল্য।

وَّاَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا وَّاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا — شطط —শব্দের অর্থ অবান্তর কথা, অন্যায় ও জুলুম। উদ্দেশ্য এই যে, মুমিন জিনরা এ পর্যন্ত কুফর ও শিরকে লিপ্ত থাকার অজুহাত বর্ণনা করে বলেছে ঃ আমাদের সম্প্রদায়ের নির্বোধ লোকেরা আল্লাহ্ তাআলার শানে অবান্তর কথাবার্তা বলত। অথচ আমরা মনে করতাম না যে, কোন মানব অথবা জিন আল্লাহ্ তাআলা সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলতে পারে। তাই বোকাদের কথায় আমরা আজ পর্যন্ত কুফর ও শিরকে লিপ্ত ছিলাম। এখন কোরআন শুনে আমাদের চক্ষু খুলেছে।

وَّاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا

—এই আয়াতে মুমিন জিনরা বলেছে ঃ মূর্খতাযুগে মানুষ যখন কোন বিজন প্রান্তরে অবস্থান করত, তখন প্রান্তরের জিনদের আশ্রয়গ্রহণ করত। এতে জিনরা মনে করে বসল আমরা মানবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। মানবও আমাদের আশ্রয়গ্রহণ করে। এতে জিনদের পথভ্রষ্টতা আরও বেড়ে যায়।

وَّاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاۗءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًا —আরবী অভিধানে سماء শব্দের অর্থ যেমন আকাশ, তেমনি মেঘমালা অর্থেও এর ব্যবহার ব্যাপক ও সুবিদিত। এখানে বাহ্যতঃ এই অর্থই বোঝানো হয়েছে।

জিনরা আকাশের সংবাদ শোনার জন্যে মেঘমালা পর্যন্ত গমন করতো--আকাশ পর্যন্ত নয় ঃ জিন ও শয়তানরা আকাশের সংবাদ শোনার জন্যে আকাশ পর্যন্ত যাওয়ার অর্থ মেঘমালা পর্যন্ত যাওয়া। এর প্রমাণ বোখারীতে বর্ণিত হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর এই হাদীস ঃ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি—ফেরেশতারা 'ইনান' অর্থাৎ, মেঘমালা পর্যন্ত অবতরণ করে। সেখানে আল্লাহ্ তাআলার জারিকৃত সিদ্ধান্তসমূহ পরস্পরে আলোচনা করে। শয়তানরা এখান থেকে এগুলো চুরি করে অতীন্দ্রিয়বাদীদের কাছে পৌছিয়ে দেয় এবং তাতে নিজেদের পক্ষ থেকে শত শত মিথ্যা বিষয় সংযোজন করে দেয়।—(মাযহারী)

বোখারীতেই আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর এবং মুসলিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এই ঘটনা আসল আকাশে সংঘটিত হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা যখন আকাশে কোন হুকুম জারি করেন, তখন সব ফেরেশতা আনুগত্যসূচক পাখা নাড়া দেয়। এরপর তারা পরস্পরে সে বিষয়ে আলোচনা করে। খবরচোর শয়তানরা এই আলোচনা শুনে নেয় এবং তাতে অনেক মিথ্যা সংযোজন করে অতীন্দ্রিয়বাদীদের কাছে পৌছিয়ে দেয়।

এই বিষয়বস্তু হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীসের পরিপন্থী নয়। কেননা, এ থেকে প্রমাণিত হয় না যে, শয়তানরা আসল আকাশে পৌছে খবর চুরি করে। বরং এটা সম্ভবপর যে, এসব খবর পর্যায়ক্রমে আকাশের

وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٥﴾ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا
عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا ﴿١٦﴾ لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ
وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٧﴾
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾ وَأَنَّهُ
لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿١٩﴾
قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ﴿٢٠﴾ قُلْ إِنِّي لَا
أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ
اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾ إِلَّا بَلَاغًا
مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ ۚ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ
لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿٢٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا
يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ﴿٢٤﴾
قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ
لَهُ رَبِّي أَمَدًا ﴿٢٥﴾ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ
أَحَدًا ﴿٢٦﴾ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ
يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿٢٧﴾

(১৫) আর যারা অন্যায়কারী, তারা তো জাহান্নামের ইন্ধন। (১৬) আর এই প্রত্যাদেশ করা হয়েছে যে, তারা যদি সত্যপথে কায়েম থাকত, তবে আমি তাদেরকে প্রচুর পানি বর্ষণে সিক্ত করতাম (১৭) যাতে এ ব্যাপারে তাদেরকে পরীক্ষা করি। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তিনি তাকে উদীয়মান আযাবে পরিচালিত করবেন। (১৮) এবং এই ওহীও করা হয়েছে যে, মসজিদসমূহ আল্লাহ্ তাআলাকে স্মরণ করার জন্য। অতএব, তোমরা আল্লাহ্ তাআলার সাথে কাউকে ডেকো না। (১৯) আর যখন আল্লাহ্ তাআলার বান্দা তাঁকে ডাকার জন্যে দণ্ডায়মান হল, তখন অনেক জিন তার কাছে ভিড় জমাল। (২০) বলুন ঃ আমি তো আমার পালনকর্তাকেই ডাকি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না। (২১) বলুন ঃ আমি তোমাদের ক্ষতি সাধন করার ও সুপথে আনয়ন করার মালিক নই। (২২) বলুন ঃ আল্লাহ্ তাআলার কবল থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়স্থল পাব না। (২৩) কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার বাণী পৌঁছানো ও তাঁর পয়গাম প্রচার করাই আমার কাজ। যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করে, তার জন্যে রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি। তথায় তারা চিরকাল থাকবে। (২৪) এমনকি যখন তারা প্রতিশ্রুত শাস্তি দেখতে পাবে, তখন তারা জানতে পারবে, কার সাহায্যকারী দুর্বল এবং কার সংখ্যা কম। (২৫) বলুন ঃ আমি জানি না তোমাদের প্রতিশ্রুত বিষয় আসন্ন না আমার পালনকর্তা এর জন্যে কোন মেয়াদ স্থির করে রেখেছেন। (২৬) তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী। পরন্তু তিনি অদৃশ্য বিষয় কারও কাছে প্রকাশ করেন না। (২৭) তাঁর মনোনীত রসূল ব্যতীত। তখন তিনি তার অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করেন,

ফেরেশতাগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর ফেরেশতাগণ মেঘমালা পর্যন্ত এসে সে সম্পর্কে আলোচনা করে। এখান থেকে শয়তানরা তা চুরি করে। পূর্বোক্ত হাদীসে তাই বলা হয়েছে।—(মাযহারী)

সারকথা, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়ত লাভের পূর্বে আকাশের খবর চুরি ধারা বিনা বাধায় অব্যাহত ছিল। শয়তানরা নির্বিঘ্নে মেঘমালা পর্যন্ত পৌঁছে ফেরেশতাগণের কাছে শুনে নিত। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়ত লাভের সময় তাঁর ওহীর হেফাযতের উদ্দেশে চুরির সুযোগ বন্ধ করে দেয়া হল এবং কোন শয়তান খবর চুরির নিয়তে উপরে গেলে তাকে লক্ষ্য করে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হতে লাগল। চোর বিতাড়নের এই নতুন উদ্যোগ দেখেই শয়তান ও জিনরা চিন্তিত হয়ে পড়ে, কারণ অনুসন্ধানের জন্যে পৃথিবীর কোণে কোণে সন্ধানকারী দল প্রেরণ করেছিল। অতঃপর 'নাখলা' নামক স্থানে একদল জিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে কোরআন শুনে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, যা আলোচ্য সূরায় বর্ণিত হয়েছে।

উলকাপিণ্ড পূর্বেও ছিল, কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আমল থেকে একে শয়তান বিতাড়নের কাজে ব্যবহার হচ্ছে ঃ প্রচলিত ভাষায় شهاب ثاقب বলা হয় তারকা বিচ্যুতিকে। আরবীতে এর জন্যে انقضاض الكوكب শব্দ ব্যবহৃত হয়। এই তারকা-বিচ্যুতির ধারা প্রাচীনকাল থেকেই অব্যাহত আছে। অথচ আয়াত থেকে জানা যায় যে, এটা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আমলের বৈশিষ্ট্য। এর জওয়াব এই যে, উল্কাপিণ্ডের অস্তিত্ব পূর্ব থেকেই ছিল। এর স্বরূপ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের ভাষ্য এই যে, ভূপৃষ্ঠ থেকে কিছু আগ্নেয় পদার্থ শূন্যমণ্ডলে পৌঁছে এবং এক সময়ে তা প্রজ্বলিত হয়ে যায়। এটাও সম্ভবপর যে, কোন তারকা অথবা গ্রহ থেকে এই আগ্নেয় পদার্থ নির্গত হয়। যাই হোক না কেন, জগতের আদিকাল থেকেই এর অস্তিত্ব বিদ্যমান। তবে এই আগ্নেয় পদার্থকে শয়তান বিতাড়নের কাজে ব্যবহার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়ত লাভের সময় থেকে শুরু হয়েছে। দৃষ্ট সব উল্কাপিণ্ডকে একাজে ব্যবহার করাও জরুরী নয়। সূরা হিজরে এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا

—অর্থাৎ, খবর চুরি বন্ধ করার কারণ দ্বিবিধ হতে পারে—(১) পৃথিবীবাসীকে শাস্তি দেয়া, যাতে তারা আকাশের খবরাদি না পায়, (২) তাদের হেদায়েতের ব্যবস্থা করা, যাতে জিন ও শয়তান খোদায়ী ওহীতে কোনরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে।

فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا — بخس শব্দে অর্থ প্রাপ্য অপেক্ষা কম দেয়া এবং رهق শব্দের অর্থ লাঞ্ছনা ও অপমান। উদ্দেশ্য এই যে, মুমিনের প্রতিদান কম দেয়া হবে না এবং পরকালে তার কোন লাঞ্ছনা হবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا — مساجد শব্দটি **مسجد** এর বহুবচন। এর এক অর্থ উপাসনালয় হতে পারে। আয়াতের অর্থ এই যে, মসজিদসমূহ কেবল আল্লাহ্ তাআলার এবাদতের জন্যে নির্মিত হয়েছে। অতএব, তোমরা মসজিদে যেয়ে আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত অন্য কাউকে সাহায্যের জন্যে ডেকো না; যেমন ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা তাদের

উপাসনালয়সমূহে এ ধরনের শেরেকী করে থাকে। সুতরাং আয়াতের সারমর্ম এই যে, মসজিদসমূহকে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও মিথ্যা কর্মকাণ্ড থেকে পবিত্র রাখতে হবে।

এছাড়া مسجد শব্দটি এখানে مصدر ميمى হয়ে সেজদার অর্থেও হতে পারে। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ এই হবে যে, সকল সেজদা আল্লাহ্ তাআলার জন্যেই নির্দিষ্ট। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত অপরকে সাহায্যের জন্যে ডাকে, সে যেন তাকে সেজদা করে। অতএব অপরকে সেজদা করা থেকে বিরত থাক।

উম্মতের ইজমা তথা ঐকমত্যে আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত অপরকে সেজদা করা হারাম এবং কোন কোন আলেমের মতে কুফর।

قُلْ إِنْ أَدْرِيْ أَقَرِيْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّيْ أَمَدًا —এখানে প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা রসূলকে আদেশ করেছেন, যেসব অবিশ্বাসী আপনাকে কেয়ামতের নির্দিষ্ট দিন-তারিখ বলে দেয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করে, তাদেরকে বলে দিন ঃ কেয়ামতের আগমন ও হিসাব-নিকাশ নিশ্চিত ; কিন্তু তার নির্দিষ্ট দিন-তারিখ আল্লাহ্ তাআলা কাউকে বলেননি। তাই আমি জানি না কেয়ামতের দিন আসন্ন না আমার পালনকর্তা এর জন্য দীর্ঘ মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দিবেন। দ্বিতীয় আয়াতে এর দলীল বর্ণনা করা হয়েছে যে, عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ أَحَدًا —অর্থাৎ আমার না জানার কারণ এই যে, আমি 'আলেমুল-গায়ব' নই ; বরং আলেমুল গায়ব বিশেষণটি একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ গুণ। আর তিনি এ ব্যাপারে কাউকে অবহিত করেন না।

এখানে কোন নির্বোধ ব্যক্তির মনে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন কোন গায়ব বা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখেন না, তখন তিনি রসূল হলেন কিরূপে? কেননা, রসূলের কাছে আল্লাহ্ তাআলা হাজারো গায়বের বিষয় ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করেন। যার কাছে ওহী আসে না, সে নবী ও রসূল হতে পারে না। এই প্রশ্নের জওয়াবের দিকে ইঙ্গিত করার জন্যে পরবর্তী আয়াতে ব্যতিক্রম বর্ণনা করা হয়েছে।

গায়ব ও গায়বের খবরের মধ্যে পার্থক্য ঃ إِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَإِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا —উপরোক্ত বোকাসুলভ প্রশ্নের জওয়াব এই ব্যতিক্রমের إِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ সারমর্ম। অর্থাৎ, রসূল গায়ব জানেন না—এ কথার অর্থ যে কোন গায়ব জানেন না নয়। বরং রেসালতের জন্যে যে পরিমাণ গায়বের ও খবর অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান কোন রসূলকে দেয়া অপরিহার্য, সেই পরিমাণ গায়বের খবর ওহীর মাধ্যমে রসূলকে দান করা হয়েছে এবং তার খুবই সংরক্ষিত পথে দান করা হয়েছে। যখন রসূলের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে ওহী অবতীর্ণ হয়, তখন তার চতুর্দিকে ফেরেশতাগণের প্রহরা থাকে, যাতে শয়তান কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম না হয়। এখানে রসূল শব্দ দ্বারা প্রথমে রসূল ও নবীকে প্রদত্ত গায়বের প্রকার নির্ধারণ করা হয়েছে যে, তা হচ্ছে শরীয়ত ও বিধি-বিধানের জ্ঞান এবং সময়োপযোগী গায়বের খবর। এরপর পরবর্তী বাক্যে আরও সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, এসব খবর ফেরেশতাগণের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতার চতুষ্পার্শ্বে অন্যান্য ফেরেশতাগণের প্রহরা নিয়োগ করা হয়। এথেকে বোঝা গেল যে, এই ব্যতিক্রমের মাধ্যমে নবী ও রসূলের রেসালতের জন্যে প্রয়োজনীয় বিশেষ প্রকারের গায়ব সপ্রমাণ করা হয়েছে।

অতএব, পরিভাষায় এই ব্যতিক্রমকে استثناء منقطع বলা হয়। অর্থাৎ, যে গায়ব সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত কেউ জানে না, ব্যতিক্রমের মাধ্যমে সেই গায়ব প্রমাণ করা হয়নি ; বরং বিশেষ ধরনের 'এলমে-গায়ব' প্রমাণ করা হয়েছে। কোরআনের স্থানে স্থানে একে أَنْبَآءُ الْغَيْبِ শব্দের অভিহিত করা হয়েছে। এক আয়াতে আছে- تِلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ إِلَيْكَ

কোন কোন অজ্ঞ লোক গায়ব ও গায়েবর খবরের মধ্যে পার্থক্য বোঝে না। তারা পয়গম্বরগণের জন্যে বিশেষতঃ শেষ নবী (সাঃ)-এর জন্যে সর্বপ্রকার এলমে-গায়ব সপ্রমাণ করার প্রয়াস পায় এবং তাঁকে আল্লাহ্ তাআলার অনুরূপ আলেমুল-গায়ব তথা সৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরমাণু সম্পর্কে জ্ঞানবান মনে করে। এটা পরিষ্কার শিরক এবং রসূলকে আল্লাহ্ তাআলার আসনে আসীন করার অপপ্রয়াস বৈ নয়।—(নাউযুবিল্লাহ্) যদি কোন ব্যক্তি তার ভেদ তার বন্ধুকে বলে দেয়, এতে দুনিয়ার কেউ বন্ধুকে আলেমুল-গায়ব আখ্যা দিতে পারে না। এমননিভাবে পয়গম্বরগণকে ওহীর মাধ্যমে হাজারো গায়বের বিষয় বলে দেয়ার কারণ তাঁর আলেমুল-গায়ব হয়ে যাবেন না। এতএব, বিষয়টি উত্তমরূপে বোঝে নেয়া দরকার।

এক শ্রেণীর সাধারণ মানুষ এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য করে না। ফলে তাদের কাছে যখন বলা হয় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) 'আলেমুল-গায়ব' নন, তখন তারা এই অর্থ বোঝে যে, নাউযুবিল্লাহ্ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোন গায়বের খবর রাখেন না। অথচ দুনিয়াতে কেউ এর প্রবক্তা নয় এবং হতে পারে না। কেননা, এরূপ হলে খোদ নবুওয়ত ও রেসালতই অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। তাই কোন মুমিনের পক্ষেই এরূপ বিশ্বাস করা সম্ভবপর নয়।